সুদেব বক্সী

যা ভূত দুয়ো দুয়ো



ঘা খু



দুয়ো দুয়ো

সুদেব বক্সী

: পরিবেশক :

শৈব্যা পুস্তকালয়

৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Ja Bhut Duo Duo

A collection of Bengali Rhymes & poems
by Sudeb Bakshi

প্রথম প্রকাশ
কলিকাতা পুস্তকমেলা, ১৯৮৮

গ্রন্থসত্ত্ব ও প্রকাশনা
মেনকা বক্সী
কুলটুকারী, রানিয়া গোবিন্দপুর
দঃ ২৪ পরগণা

মুদ্রণ
নিশীথকুমার পাঁজা
দক্ষিণেশ্বরী প্রেস
১২/৫, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য : আট টাকা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির
গ্রন্থপ্রকাশ অনুদান প্রকল্প অনুযায়ী
রাজ্য সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ

ও

অলংকরণ

সুব্রত চৌধুরী



প্রিয় বন্ধু
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
আর
হান্‌নান আহসানকে

যা বলার

গত তিন-চার বছরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোটদের যেসব ছড়া-কবিতা লিখেছি, তার থেকে কিছু নিয়ে এই সংকলন। তা কেমন হলো, সে সম্বন্ধে নিজে কিছু বলতে পারি না। পাঠকরাই সব। তবু লেখাগুলো হয়তো ছোটদের সাহস ও আনন্দ দেবে, বড়দের ভাবাবে · এমনটা ভাবতে ভাল লাগে।

এ বইয়ের ব্যয়ভারের বেশিটাই বহন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এ সাহায্যে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

ছোটদের বড় লেখক হরেন ঘটক ও সরল দে আমার প্রিয় মানুষ। তাঁরা আমার প্রেরণা। তাছাড়া কিন্নর রায়, ধ্রুবজ্যোতি নন্দী, শ্যামলকান্তি দাশ যেভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন তা ভোলার নয়। আর আমার প্রিয় বন্ধু ও সহযোগীরা তো আছেনই। তাঁদের ভালবাসা প্রতিটি মুহূর্তেই অনুভব করি।

প্রতিদানে কী-ই বা দিতে পারি!



যে পাতায় যা



"কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি—মিলিয়ে গেল চট্ ক'রে।"

● সুকুমার রায় ●



সবই যায় মানিয়ে

গল্প যা বল মাগো, বানিয়ে ও বানিয়ে
মাঝে মাঝে বড় বেশি ভেবে ফেলি তা নিয়ে—
গল্পের কতখানি মিথ্যে বা সত্য,
কতখানি সাধুভাষা, কতটা বা কথ্য !

গল্প যা বল মাগো, বানিয়ে বা বানিয়ে
মন থেকে বল কি তা মনে মনে আনিয়ে ?
কটা গরু গাছে তোলে, জানি না সে গল্প —
কোনখানে বেশি বল, কোনখানে অল্প !

গল্প যা বল মাগো, বানিয়ে মা, বানিয়ে
তোমার ওই ভাল মুখে সবই যায় মানিয়ে।



চল্ রে টুকুন

মেঘের পেয়ালা ফুটো হ'য়ে ঝরে জল
আলোর পিরিচ্ চুঁইয়ে পড়ছে রোদ—
চল্ রে টুকুন, বাইরে খেলবি চল্,
রোজই গেম্ দিস্, আমি আজ দেবো শোধ।

খেলা কিছু নয়, পরের সঙ্গে খেলা
খেলা কিছু নয়, ঘরের সঙ্গে আড়ি
খেলা কিছু নয়, ফিরে পাবো ছেলেবেলা,
টুকুন রে তোর ছুঁয়ে দেবো পাততাড়ি।

বাইরে এখন বাতাস দিচ্ছে ফুঁ,
বাইরে এখন নতুন জলের মেলা ;
বাইরে এখন রোদ্দুরে মজা— ছুঃ—
চল্ রে টুকুন এলেবেলে করি খেলা!

বিভেদের গাছটা

বিভেদের গাছটাকে
দিবি জোরে নাড়া কি ?
এই গাছ ও হাড়িকাঠে
নেই কোন ফারাক-ই।

গাছটাকে এক্ষুণি
চল্, ফেলি উপ্ড়ে
শক্তি হে নেই এর,
থাকবেই চুপ্ রে।

এ গাছের মূল নেই
মাটি নেই কামড়ে,
এই গাছ মরা কাঠ
নেই কোন দাম রে।

এ গাছের ফুল-পাতা
নয় মোটে জীবিত,
এই গাছ ক্ষতিকর
উপ্ড়ে তা দিবি তো ?

এই গাছ গাছই নয়
নিছকই এ জ্বালানি —
এই গাছ জ্বলেপুড়ে
হোক দেশ-পালানি।





যা ভূত

ফরসা কি নয় ভূত কখনও ? ভূত কি শুধু কালো ?
ভূত কি শুধু রাতেই বেরোয়, চায় না দিনের আলো ?
ভূত কখনও হয় না খুশির ? ভূত কি শুধু ভয়ের ?
ভূত কি শুধুই ভীতুর ? ভূত হয় না কি নির্ভয়ের ?
ভূত কি শুধু দূরের, আপন হয় না এলে কাছে ?
মধুর স্বরে কয় না কথা, ভূত কি শুধু হাঁচে ?
ভূত কি শুধু ঘোরেফেরে বাড়ির কোণে কোণে ?

মঞ্চে উঠে নাচ দেখাবার ইচ্ছে কী নেই মনে।
ভূতের সঙ্গে ভাব জমাতে কষ্ট কি খুব বেশি ?
ভূত কি তবে ধার ধারে না খুচরো মেশামেশির ?
ভূতকে ডাকি আপন ক'রে—আয় না আমার বাড়ি
সহজ হয়ে জল্‌দি পায়ে আয় না তাড়াতাড়ি।
অতিথিকে আপ্যায়নের রাখব না ভুলত্রুটি
খেতে দেব কোফতা-কাবাব আর রুমালি রুটি
যা দরকার সবই দেব, বল কী কী তুই নিবি—
স্নো-পাউডার আর টুথপেস্ট, টু-ইন-ওয়ান, টি ভি ?
গদিমোড়া সোফা দেব বসবি তাতে এসে
বন্ধু হয়ে বলবি কথা সহজ হাসি হেসে
না যদি তুই আসিস তবে বুঝব যে তুই ভুয়ো—
আসবি না তুই, যা যা তবে, যা ভূত দুয়ো দুয়ো।





এলেন ঠাকুর

তাক্-তা-নাকুড়্
এলেন ঠাকুর
ঠাকুর হলেন দুগ্‌গা।
তা-ধিন্-ধিন্
খুশির দিন
কার মনে নেই সুখ গা?
পথের ধারে
দুখের ভারে
যে শিশুটা ন্যাংটো।
পায় না খেতে
স্কুলে যেতে
পায় না পরার প্যান্টও।

পুজোর বাহার
তাদের কি আর
তারা শুধুই দুঃখী;
পুজোর মাতন
তাদের কাঁদন
ভুলিয়ে আনে সুখ কি?
সবাই মিলে
নজর দিলে
সুখ পাবে সব বাচ্ছা।
তখন বুঝো
এমন পুজো
তবেই হবে সাচ্চা।



গুজোবী ছড়া

পাখ পাখালি
জট্ পাকালি

গাছ গাছালি
কুট্ ক্যাচালি

মাছ মেছোলী
প্যাঁচ পেঁচোলি

রামোঃ;
থামো !

এসব ছড়া-য়
গুজব ছড়ায় !!



ছেলেটা

সেই ছেলেটা সোনার ছেলে, নাম আছে দেশ জুড়ে,
তেমন লাখে একটা মেলে সমস্ত দেশ ঢুঁড়ে।
সেই ছেলেটা ভীষণ ভাল, সেই ছেলেটা গুণী,
সেই ছেলেটার গুণের খবর নাও জেনে এক্ষুণি।
সেই ছেলেটা ক্লাসের সেরা, তার কাছে কেউ পারে?
সেরা যে সে লেখাপড়ায়, আচার-ব্যবহারে।
সেই ছেলেটা গান শেখে, তার দারুণ গানের গলা;
সেই ছেলেটা সহজ-সরল, নেই তো ছলাকলা।
সেই ছেলেটা নাটক করে এবং দারুণ খেলে,
তেমন ছেলে দেশ ঢুঁড়ে কি সহজভাবে মেলে?
সেই ছেলেটা দারুণ ভাল হাত করেছে আঁকায়,
সেই ছেলেটার সুঠাম দেহ; হজম করে যা খায়।
সেই ছেলেটা লক্ষ্মী ছেলে, সেই ছেলেটা প্রিয়,
সেই ছেলেটার আরও গুণের খবর জেনে নিও।
দোষের মধ্যে একটা শুধু জানেই বা তা ক'জন!
সেই ছেলেটাই হারায় কলম বছরে চার ডজন।

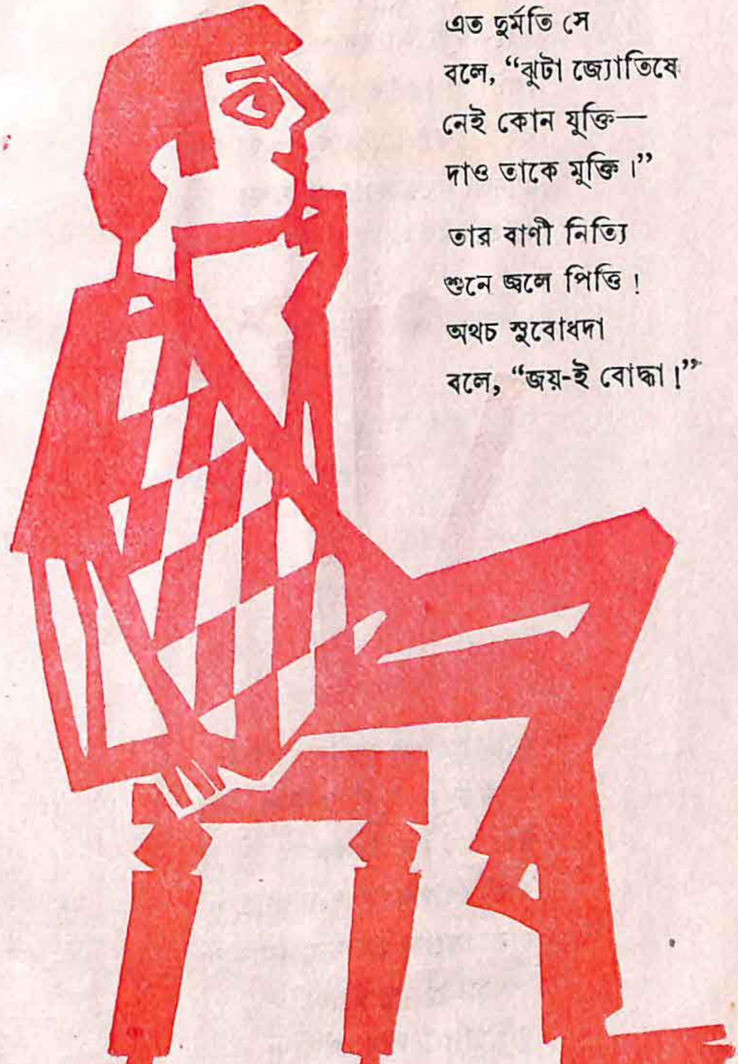
জয়দা বোদ্ধা

ও পাড়ার জয়-দা
বলে, "নেহি ফয়দা !
দেখ ভূত রাস্তা
তোতে নেই আস্থা।"

আরো বলে বিচ্ছু,
"সার সেই কিচ্ছু—
মিছে সব দেবতা
দূর করে দেব তা।"

এত দুর্মতি সে
বলে, "ঝুটা জ্যোতিষে
নেই কোন যুক্তি—
দাও তাকে মুক্তি।"

তার বাণী নিত্যি
শুনে জ্বলে পিত্তি !
অথচ সুবোধদা
বলে, "জয়-ই বোদ্ধা !"



গলি ক্রিকেট

আওয়াজ হ'ল খ্যাটাং খ্যাট্
'হাউ'জ্ দ্যাট্ ?', 'হাউ'জ্ দ্যাট্' ?
উইকেট্‌টি আছেন প'ড়ে
বলটা হলেন কি লুট্‌পাট ?
বলটা কোথায়, দ্যাখ্ রে দ্যাখ্—
জান্‌লা দিয়ে ক্যাচ লুফেছেন
প্রতিবেশীর ঘরের র‍্যাক্ ।



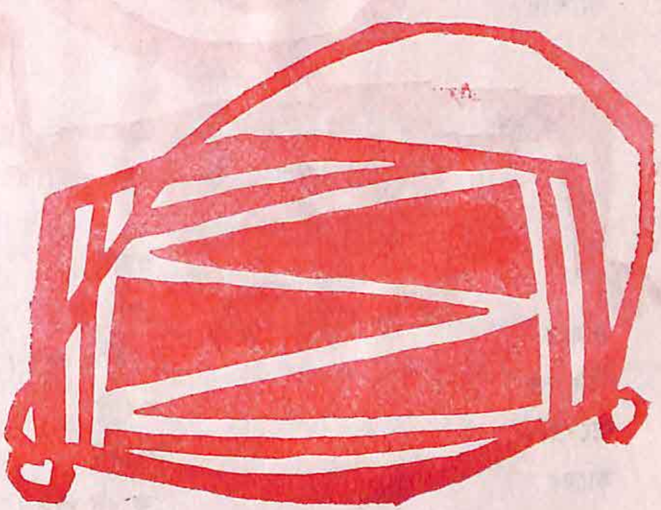
আওয়াজ এল খ্যাটর্ খ্যাট্—
'হাউ'জ্ দ্যাট্ ?', 'হাউ'জ্ দ্যাট্ ?'
উইকেটে নয়, বলেও নয়
ধাক্কা খেলেন কোথায় ব্যাট্ ?
ধাক্কা খেলেন কোথায় বোঝ্—
'পথচারীর মুণ্ডু ছ্যাঁদা,'
চুপিচুপি নিলাম খোঁজ !!

ঢোল কিনেছ

তুমি একটা ঢোল কিনেছ,
বেশ করেছ, বাজাও ;
বাজিয়ে জোরে পাড়ার লোকের
কানগুলোকে ঝাঁঝাও !

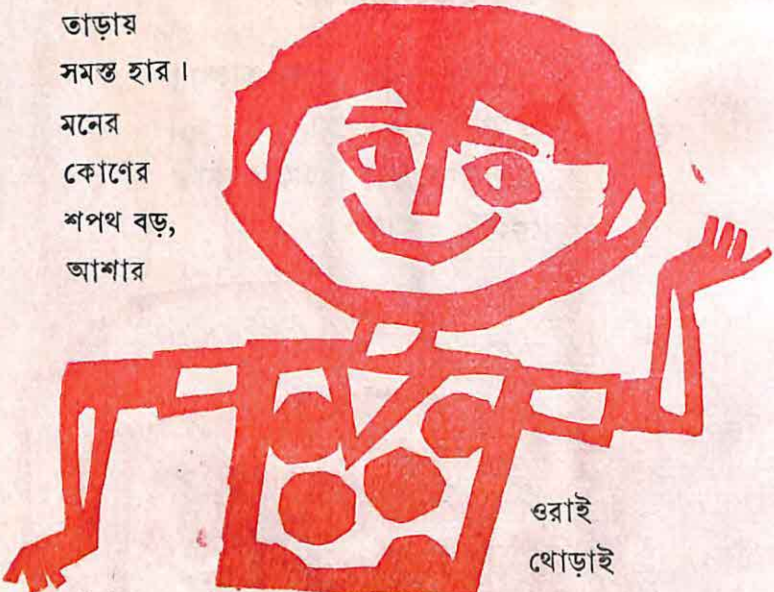
তুমি একটা ঢোল কিনেছ,
বেশ করেছ, পেটো—
রুগী, বুড়ো, খিট্‌খিটেদের
মেজাজ করো তেতো !

ও ঢোল, তোমার বায়েন ভালো !
ও ঢোল, তুমি বাজো,
ঢোল বলে, 'হায় ! ঢোলের কাঠি
কেনেনি ও আজও।'



জয়ী

যাদের
কাঁধের
শক্ত পেশী,
দমের
শ্রমের
মূল্য বেশী
তারাই
নাড়ায়
অটল পাহাড়,
তারাই
তাড়ায়
সমস্ত হার।
মনের
কোণের
শপথ বড়,
আশার
স্বপ্নগুলো
রাঙেই।
ভাঙেই
সকল ভুলও।
কাঁদার
বাধার
সকল বেড়ি,
কি হয়
না হয়—
রকমফের-ই



ভাষার
গঠন দড়
যাদের—
তাদের
ওরাই
থোড়াই
কেয়ার করে।
ওরাই
জিতেই
ফেরেই ঘরে।



রাজ্যি

এক যে ছিল রাজার রাণী ফেলতো সে ছাই ভাঙা কুলোয়,
রাণীর রাজা থাকতো শুয়ে গাছের ছায়ায়, পথের ধূলোয়।
রাজসিংহাসন থাকতো পড়ে ভাঙা কাঠের চেয়ার যেন !
রাজসভাতে যায় না প্রজা নালিশ নিয়ে হেনতেন।
রাজকুমারীর গয়না তো নেই, পরতো মালা বৈঁচিফলের,
ঘোড়া যে নেই যুবরাজের, নেই প্রয়োজন আস্তাবলের।
বিদ্রোহ নেই, যুদ্ধও নেই, নেই এখানে এসব কিছু,
শাসনও নেই, শাস্তিও নেই, করবে কে আর মাথা নিচু ?

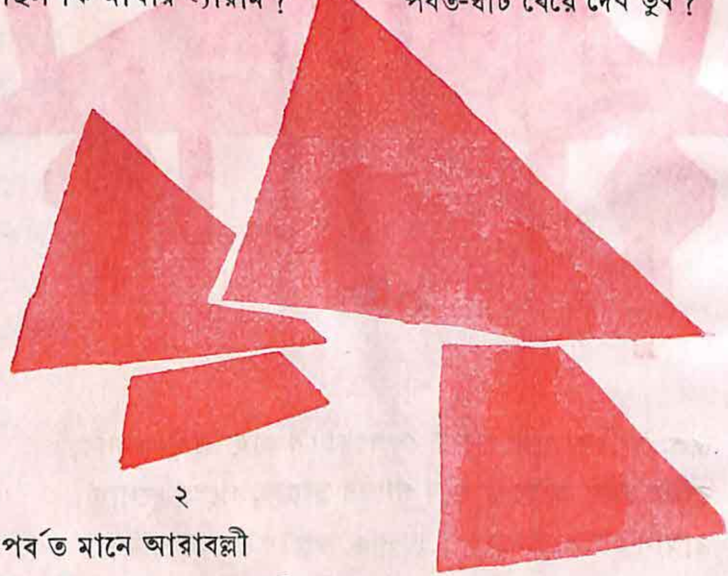
পার্বত্য ছড়া

১

কারাকোরামের মাথায়
খেলছিল কারা ক্যারাম—
তারা ছিল খুব যা-তা
ছিল কি মাথার ব্যারাম ?

৩

এদিকেও ঘাট, ওদিকেও ঘাট
কোনদিকে যাব, বড় ঝঞ্ঝাট
ঘাট ভাল দুই-ই—পশ্চিম ও পুব
পর্বত-ঘাট বেয়ে দেব ডুব ?



২

পর্বত মানে আরাবল্লী
গিয়েছিল যেন কারা বললি ?
ফিরে এসে তারা কি যে বলল,
নিজেদের গা কি নিজে দলল ?

৪

সে ছিল খুব আলসে
রওনা দিল আল্‌সে—
পথটা খুবই অল্প করতে করতে গল্প
পৌঁছেছে তো কাল সে।

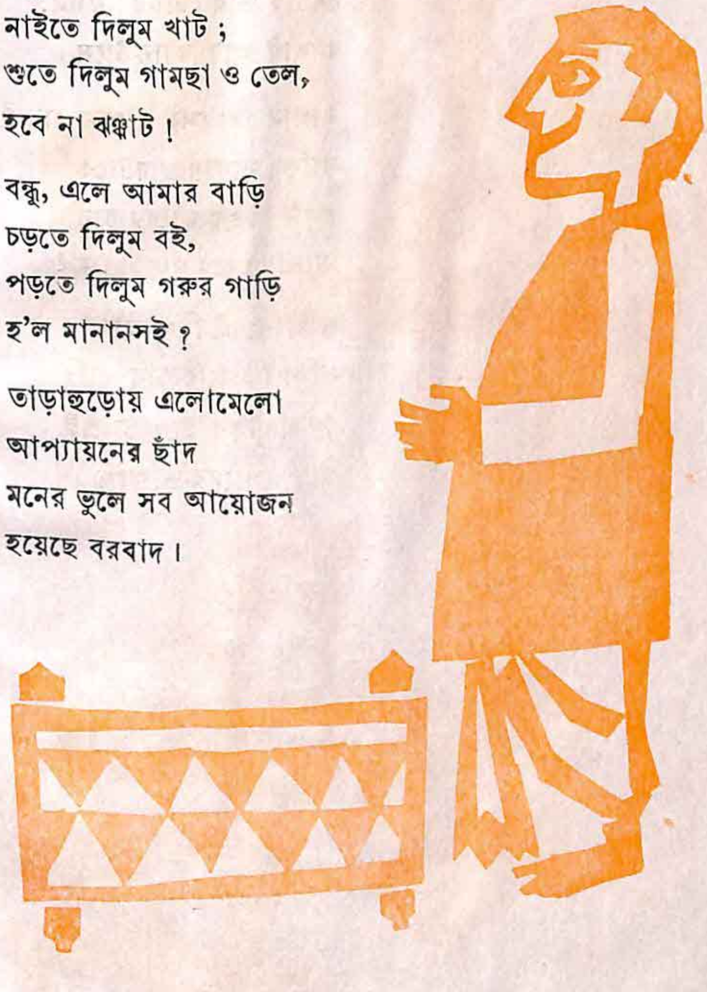
আপ্যায়ন

বন্ধু, এলে আমার বাড়ি—
বসতে দিলুম চিঁড়ে,
খেতে দিলুম থালায় ভ'রে
আমড়া কাঠের পিঁড়ে।

বন্ধু, এলে আমার বাড়ি—
নাইতে দিলুম খাট ;
শুতে দিলুম গামছা ও তেল,
হবে না ঝঞ্ঝাট !

বন্ধু, এলে আমার বাড়ি
চড়তে দিলুম বই,
পড়তে দিলুম গরুর গাড়ি
হ'ল মানানসই ?

তাড়াহুড়োয় এলোমেলো
আপ্যায়নের ছাঁদ
মনের ভুলে সব আয়োজন
হয়েছে বরবাদ।



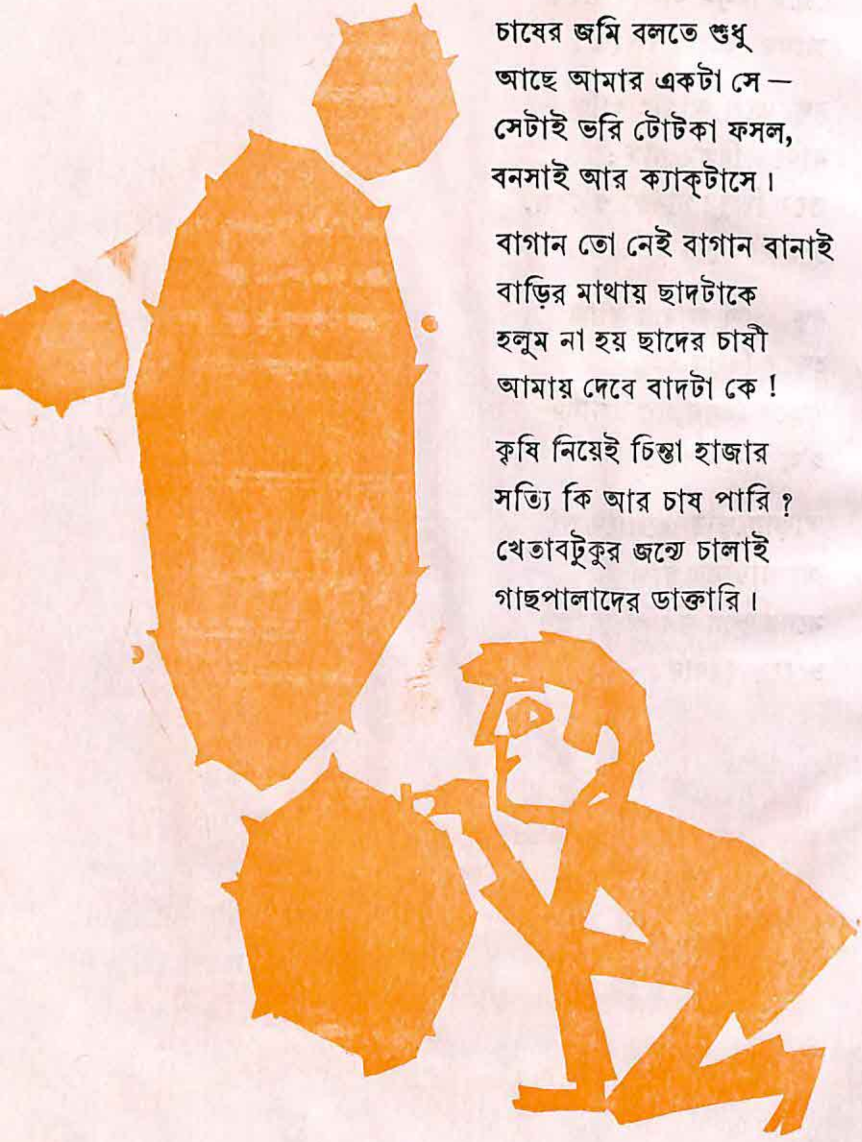
কৃষিবিজ্ঞানী

কে বলেছে নই রে চাষী ?
মনের বলদ হাল টানে
নাই বা থাকুক জমিজমা
নাই বা গেলুম গ্রাম পানে।

চাষের জমি বলতে শুধু
আছে আমার একটা সে —
সেটাই ভরি টোটকা ফসল,
বনসাই আর ক্যাক্‌টাসে।

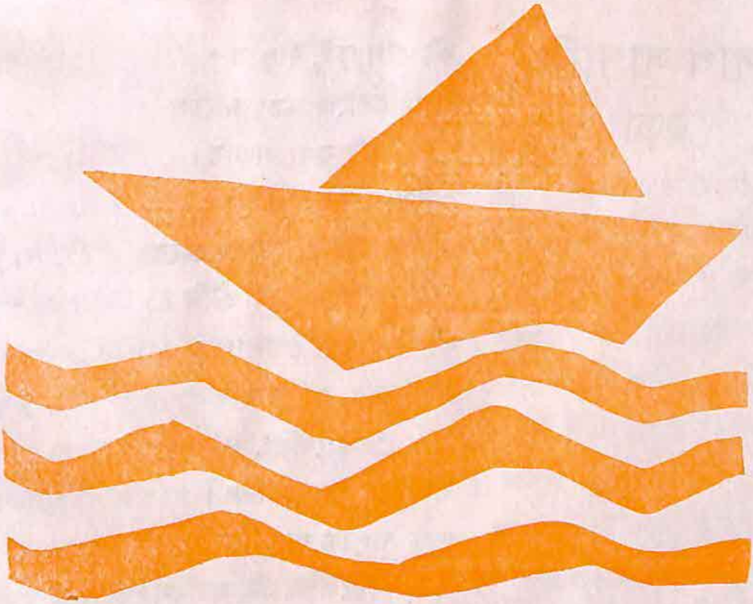
বাগান তো নেই বাগান বানাই
বাড়ির মাথায় ছাদটাকে
হলুম না হয় ছাদের চাষী
আমায় দেবে বাদটা কে !

কৃষি নিয়েই চিন্তা হাজার
সত্যি কি আর চাষ পারি ?
খেতাবটুকুর জন্যে চালাই
গাছপালাদের ডাক্তারি।



যাক্‌গে

তুই উঠেছিস্‌ নৌকোয়—
গোল, না ওটা চৌকো ?
নৌকো হল উল্টো,
ডুবল জলে ; ভুল তোর !
ঘটল যে ফের ভাগ্যের,
যা হয়েছে—যাক্‌গে !
বাইস্‌ না আর বৈঠা ;
থাক্‌, বসে থাক্‌ পৈঠায়।
ভাবতো সারা দিনভ'র—
"এবার জাহাজ কিনব !"





সাপ সাপালি
ছড়া

কী সাপ তুই, দাঁড়াস ?
আমি তোকে করব ঘায়েল
যদি ফণা বাড়াস।
কী সাপ তুই, চিতি ?
ছোবল দিবি ? ডাণ্ডা মেরে
জাগিয়ে দেব ভীতি।
কী সাপ তুই, গোসাপ ?
টাইট দেব, করিস যদি
তেড়িংবেড়িং, ও সাপ।
আমায় তোরা মানিস।
জাত সাপুড়ে বাবুরামের
ভাইপো আমি, জানিস ?



শীতেরও শীত লাগে

শীতকালে যে শীতেরও শীত লাগে,
তাই সোয়েটার বানিয়ে দিই আগে।
দু'হাত ভরে দিই যে তাকে আরও
লেপ-কম্বল, টুপি ও মাফ্‌লারও।
পাঠাই তাকে দীঘা-গোপালপুরে ;
সুযোগ পেলে আরেকটু বা দূরে।
শীতকালে যে শীতের ভীষণ খিদে,
খিদের চেয়ে খাওয়ার নেশাই বিঁধে
রয়েছে তার জিভের আগায়, ঠোঁটে,
অনায়াসেই তাই তো মুখে ওঠে
নলেন গুড় ও জয়নগরের মোয়া,
কমলা-কপি-কড়াইশুঁটির ছোঁয়া।
শীতকালে যে শীতেরও চাই খেলা,
সকাল. দুপুর, কিংবা বিকেলবেলা
ক্রিকেট খেলে এবং ভলি, খো-খো,
উঠবে না সে, যতই তাকে বকো।
শীতকালে যে শীতেরও শীত লাগে,
কিন্তু সে তো ওঠে সবার আগে।
নয় সে কুঁড়ে, হয় না কাজে ভুল,
ফোটায় গাছে হরেক গাঁদাফুল।

কাঁঠালাহার

একটা কাঁঠাল পাকিয়ে এবং কিলিয়ে
দিলুম তোকে এক্ষুণি যা বিলিয়ে
সেই কাঁঠালের একটা কোয়া
হল যখন মাটি ছোঁয়া
অমনি কোয়ার দানা
দেবেই কাঁঠাল ছানা
ছানা বড়
হবে দড়,
তাই—
খাই !



চ্যাং ব্যাঙ ছড়া



চ্যাং বললো ব্যাঙকে
"যা তো দেখি ব্যাঙ্কে,
ব্যাঙ্ক ডাকাতি আনতো ক'রে
উঠবো ওপর র‍্যাঙ্কে।"

ব্যাঙ তো গেল ব্যাঙ্কে॥

বিশাল জলের ট্যাঙ্কে
চরছিল ঢ্যাং ঢ্যাং কে!
ব্যাঙের ভাই ডাকলো গিয়ে—
ঢ্যাং ঢ্যাঙানি চ্যাং-কে।

আনলো ডেকে চ্যাং-কে।

বলল তাকে ফ্র্যাঙ্কে,
"চট্ করে যা ব্যাঙ্কে
আনতো খুঁজে—দাদা আমার
গিয়েছে কোন ব্যাঙ্কে!"

যেই না যাবে ব্যাঙ্কে—

দেখা গেল ব্যাঙকে;
ভেঙেছে তার ঠ্যাং কে।
চ্যাং বললো, "হ্যাল্লো ব্যাঙ,
মারলো তোকে ল্যাং কে?"

ব্যাঙটা চ্যাঙের গ্যাঙকে
দুঃখে-ক্ষোভে বললো না তা
কাজ সারলো থ্যাঙ্ক্-এ।



বে-খেয়ালে

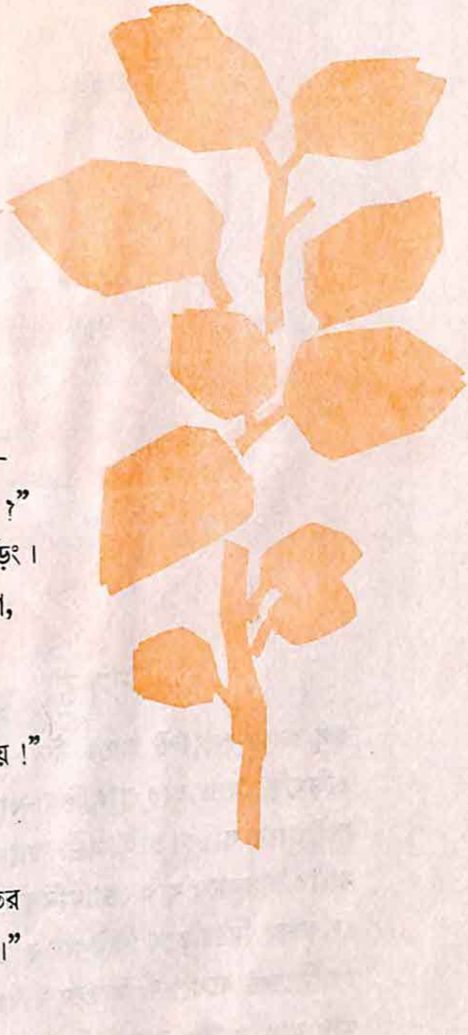
কাটাকে বললো কুটো,
'খাতা-টাতা নিয়ে,
এলোমেলো ভাবে
কালা করে দিই দুটো!'

ঝুবুকে বলল থুবু,
'ভাঙা ইট পেতে
সারাটা দুপুর
বসে থাকি রোদে উবু!'

হেনকে বলল তেন,
'ভেবে পাচ্ছি না,
ওদের স্বভাব
এমন খেয়ালী কেন!'

ঠিককে বলল ঠাক্‌,
'বে-খেয়ালে থেকে
সকলে এখানে
চিরদিনই ভালো থাক!!'

নালিশ



ছট্‌ফটে এক নটে শাক
লাফাচ্ছিল তিড়িং বিড়িং—
“কি হয়েছে, বাছা আমার ?”
যেই বলেছে, তার মা পিড়িং।
বললো নটে, “কইব কি মা,
গল্প বলে বুড়িবুড়োয়,
গল্পখানা যেই হল শেষ
অমনি আমার মাথা মুড়োয় !”
নটের মা পিড়িং শাক,
বলল, “ওসব দুঃখু রাখ্‌।
জেনে রাখিস্‌, মানুষ জাতের
স্বভাব-টভাব অমন ছিরিং।”



সফর

কল্ আছে আর্জেন্ট আর্জেনটিনা-তে
তড়িঘড়ি যেতে হবে বলিভিয়া-ঘানাতে
সাইপ্রাসে যাওয়া চাই, সভা আছে সেখানে
মন্ত্রীর আহ্বানে যাব ডোমিনিকানে।
লেকচার দিতে হবে কিউবার হাভানায়
প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'জর্ডনে যাবা না ?'
যাব যাব, আরও যাব সিরিয়ায়, কঙ্গে
ক'দিনই বা আছি এই পশ্চিমবঙ্গে !
সংবর্ধনা দেবে ইউ এস এ, ইতালি
আমাকেই ঘিরে করে সব দেশ মিতালি।
পেরু থেকে টেলিগ্রাম এল আজই সকালে
এতটুকু বিশ্রাম নেই পোড়া কপালে !

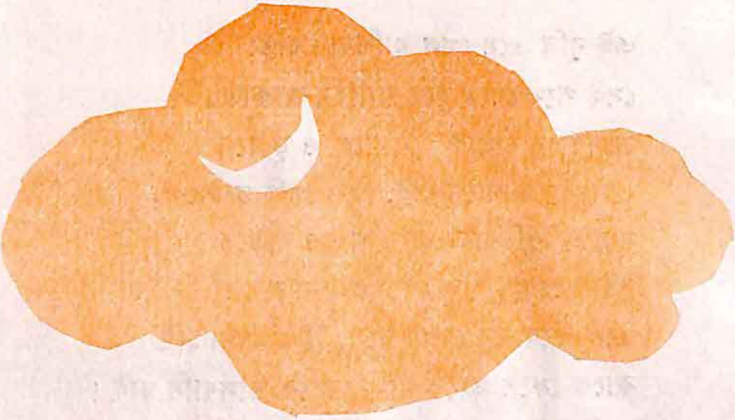
এই বুঝি এসে গেল রাশিয়ার বার্তা
সেই পথে যেতে হবে প্যারিস-জাকার্তা,
ভালবাসে সব্বাই—নেপালে ও ভূটানে
কোন্‌টাতে আগে যাই, পড়ে গেছি দু-টানে।
সফরের সূচিখানা পারে আরও বাড়তে
বুক করে ধুক্‌-পুক্‌ ফের ওটা নাড়তে।
একে একে সব দেশই বলে, 'ঠিক আসা চাই'
কাকে ফেলে কাকে রাখি, কাকে ভালবাসি ছাই!
যে-ই দেশে যাব না সে-ই পাবে দুঃখ
আসলে যে বিদেশীর মন বড় সূক্ষ্ম!
তার চেয়ে থেকে যাই পশ্চিমবঙ্গেই
তোমাদের সঙ্গে গো, তোমাদের সঙ্গেই॥

কী দিই তোকে



চোখ দুটো তোর ভিজে।
চোখ ভিজিয়ে ভাবছিস্‌ কী,
জানিস্‌ না তুই নিজে?
কান্না চোখের জানলা দিয়ে
দেখিস্‌ কী তুই—কী যে!

চোখ দুটো তোর ভেজা।
'ভাবনা কীসের?' ভাবটা নিয়ে
ভাবুক গে যাক্‌ যে যা!
চোখ মুছতে কী দিই তোকে—
খুশির রুমাল নে যা!



আকাশী

আকাশটাকে আঁকতে গেছি যেই
আকাশ বলে, "নিলাম তোকে গিলে ;"
আমাকে ওই বিরাট আকাশ নিজের নীলে নীলে
দেখছি ওর পেটের ভেতর শুধু ঘোরাচ্ছেই।

ঘুরতে ঘুরতে নীল-জব্‌জব্‌ আমি—
চোখ-কান-মুখ — সর্বশরীর নীল ;
আমার ওপর দিয়েই ওড়ে সোনালি গাঙ চিল,
আমি বলি, "আকাশ, তোমার এ কী যে পাগলামি।"

আমার ওপর দিয়েই ওড়ে মেঘ
আমার ভেতর বৃষ্টি এসে নাচে,
সূর্য-চাঁদ-তারা-টারা আমার কাছে কাছে,
ধাক্কা মেরে বাতাস ছোটে, দেখায় গতিবেগ।

আমি বলি, "আকাশ কর কী যে,
আমায় কেন অমন করে জড়িয়ে ধরছ শুধু ?"
আমার দিকে আকাশ তাকায় শূন্য উদাস ধূ ধূ
বলল, "এখন তুমিই আকাশ নিজে !"

আমি সেই খেলোয়াড়

আমি সেরা খেলোয়াড়—
নেই খুঁত প্রতিভার,
যে খেলাটা খেলি আমি,
জিতে ফিরি প্রতিবার।
ক্রিকেটের মাঠে, ব্যাটে
বল পেলে কর্ণার
গোল করি, ঠিক যেন
সানি, ডন, গার্ণার।
ফুটবলে বল পেলে
স্পিন্, পেস্, গুগ্‌লি
পায়ে মারি ছক্কা তো,
বল ছোটে হুগলী।

টেনিসেতে একা আমি
কারেন আর বরিস-ই
ষ্টিক্ দিয়ে সার্ভ করি
হকিগেম্—পলিসি!
আমি সেই খেলোয়াড়
খেলে যাই বেশ তো—
বহুমুখী খেলাতেই
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ!
একটাই দোষ শুধু—
সেটা তো জঘন্য!
এক খেলা খেলতে যে
খেলে ফেলি অন্য !!



জ্ঞানদাস

ভ্য ভিঞ্চির ক' ইঞ্চি দাড়ি ?
টপিক্স্ খাসা—ডিবেট্ করার এমন সুযোগ ছাড়ি !

সেক্স্পিয়রের ক' ফুট ছিল ভুরু ?
চট্-জল্দি প্রমাণসহ তর্ক করি শুরু ।

রবি কবির চুল কতটা ঘন ?
সঙ্গে সঙ্গে দিই বলে তা—হারিনি কক্ষনো !

ভ্য ভিঞ্চির কেমন ছিল ছবি ?
এসব কথা শুনিনি তো, দেখছি ধোঁয়া সবই ।

সেক্স্পিয়রের নাটক কিসে ভালো ?
নাটক-ফাটক বলছে কি এ—সব যে দেখি কালো ।

রবি ঠাকুর কেন নোবেল-জয়ী ?
ওসব কথা দাওনা ছেড়ে, পাচ্ছি ভীষণ ভয়ই ।





আলোর চাদর

আলোর চাদর হয়নি তখনও কাচা
চাদরের রঙ নিখুঁত হলুদকাঁচা !
হঠাৎ আকাশে মেঘের দানব খাড়া
গর্দান নেবে—হাতে সে নিয়েছে খাঁড়া ।
হেঁকে বলে, "থাম্‌, কোথাও গেলেই বাধা,
আকাশের নীচে হয়ে থাক্‌ গোরুবাঁধা ।"
নাড়েনি পশুরা লেজ-কান-শিং-দাড়ি
সবাই দিয়েছে যে যার চলায় দাঁড়ি ।
ওড়েনি ধুলোরা জমে আছে পথে গাদা,
হাসেনি ফুলেরা কাশ-জুঁই-বেল-গাঁদা ।
থমকে থাকল গাছে-গাছে কুঁড়ি-ফোটা
কেবল নড়েছে মেঘেরা ; বৃষ্টি-ফোঁটা
নিজেকে ঝরিয়ে পথকে করেছে কাদা,
চাদরের নীচে মেঘেরা সেরেছে কাঁদা !
আলোর চাদর শুকিয়ে নিজের ছাদে,
আকাশ সেজেছে অপরূপ ছিরি-ছাঁদে !
আবার সূর্য আলোর চাদর কাচে,
রঙ কি উঠেছে ? দেখছি চোখের কাঁচে !



ভূড্ভয়

ঘোর রাতে ঘোরে   ভূত বটে !
মন পড়ে আছে   উদ্ভটে !
ঘোরে সদ্‌ভূত   বদ্‌ভূতও !
আসলে ভূতেরা   অদ্ভুতও !
হাওয়ায় নড়লে   ভূতভূতি
ডোবায় উঠলে   বুদ্বুদ-ই
ভাবছে ভীতুর   ডিমতুতো
‘জালাচ্ছে ভূত,   কিম্ভুতও !’

এদিকে ভয়েই   বুঁদ ভূতও –
ভয়েই তারা যে   উদ্ভূত ॥

এমন ছড়া

না বম্বে, না ট্রম্বে
এমন কি কলকাতা না
না ডায়েরী, না পেনসিল
এমন কি বইখাতা না
না গেঞ্জি, না লুঙ্গি
এমন কি পায়জামা না
না ভাইপো, না ভাগ্নে
এমন কি সেজ্ মামা না
না সূর্য, না চন্দ্র
এমন কি শুকতারা না
না তোমরা, না আমরা
এমন কি সেই তাঁরা না।

না হ্যাঁ-হ্যাঁ, না না-না
এমন কি হায় হাঁ-না-না
এমন ছড়া হেলাফেলায়
হাজার দশেক বানানা !!





হাফ ডজন লিমেরিক

গল্পকার

দারুণ ভালো গল্প লেখেন মমিনপুরের রমা-দি
দোষটা শুধু, বলেন তিনি, "দাঁড়ির স্থলে কমা দি' !"
সম্প্রতি এক গল্প লিখে
কমা দিলেন চতুর্দিকে
সেই গল্পের নাম দিয়েছেন—'গল্প লেখার সমাধি'।

বিজ্ঞানী

বিদেশ-ফেরত রণব্রত—নামকরা এক সাইন্‌টিস্টো
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডেতে লোক জুটিয়ে বল্লেন, "তিষ্ঠ !"
ভাষণ দিলেন তিনি, ওমা !
বিষয় : পরমাণু বোমা।
ভাষণ শুনেই দৌড়ল লোক, আদ্ধেক হল ভিড়েই পিষ্ট।

কবি

নিত্যশরণ কাব্য লেখেন, তোমরা তাঁকে ভাবছ তুচ্ছ !
তাঁর কবিতা নতুন ধাঁচের তোমরা তাকে ভুল কি বুঝছ ?
ছন্দ ভাব ও অলঙ্কারে
সাজিয়ে রাখেন কলমটারে
সম্প্রতি এক কাব্য লিখে নাম দিয়েছেন "গল্পগুচ্ছ।"



ধার্মিক

নারাণবাবু সন্ত-সাধু—ধর্মকর্মে সুযোগ্য
সুযোগ পেলেই যজ্ঞ করেন, ছাড়েন না সেই সুযোগ গো।
অশ্ব কিংবা নরমেধে
যজ্ঞ যদি যায়ই বেধে
মাটি কেটে যজ্ঞ করেন, নাম দিয়ে তার—ভূ-যজ্ঞ!

বক্তা

একজনই আছে—রামকিঙ্কর, শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিতে—
বক্তৃতাগুলো ভরা থাকে তার বিরাট মুখের থলিতে
নয় সে বিলেত-ফের্‌তা
দেশের খ্যাতিই ঢের তা।
বক্তৃতাকালে ত্রুটি শুধু তার মিশে যায় 'সাধু-চলিত'-এ।

বহুমুখী

ব্যায়ামবীর ষষ্ঠীচরণ, হাত আছে তার পদ্যেও
নৃত্যগীতির চর্চা করে আবার মাঝে-মধ্যেও।
এবং করে ধম্মআচ্চি—
নানান রূপেই তাকে পাচ্ছি!
এখন করে রাজনীতিও—তাই সে সবার শ্রদ্ধেয়!

নামটা



নামটা কি তোর ?   কি বললি ?
'চিলাত্‌চলুচিলোঞ্জল্লি' ?
নামটা খাসা, লোককে বলিস্‌—
কিন্তু বাপু, সামলে চলিস্‌ !
নাম রেখেছে বাপ, না পিসে ?
ভাষার মধ্যে পাইনে দিশে !
প্রাকৃত, না অপভ্রংশ ?
মানে কি এর ?   বক, না হংস ?
নামটা দারুণ, বেশ মজাদার—
লিখতে পেনের ভাঙল যে ঘাড় !
ডাকতে গলার স্বর হল শেষ
নামটা ভাল—তা বেশ বেশ !
বলতো এবার ভাইয়ের কী নাম—
"ক্রড়াক্কডুক্রড়ক্ক্রাম্ !"





সকালটাকে

পুবদিকে কার কাটলো কিছু
ঝরছে লালের ফিন্‌কি!
ঐ লালেতে পা চুবিয়ে
হাঁটছে তবে দিন কি?
লাল-টক্‌টক্ রোদ-ঝক্‌ঝক্
গা-চক্‌চক্ চিক্কে
যাচ্ছে বোঝা, আসছে শুধুই
আসছে নতুন দিন হে!
দিন দিন দিন কি ভালো দিন
ধিন্‌ধিনাধিন্ ধিন্ তো
সকালটাকে না দেখলে কেউ
দিনকে পুরো চিনতো?



আকাশকে

'ধরব তোমায়, ধরব তোমায়'—থাক্না আমার
গোঁয়াতুর্মি—
তুমি তো নও ধরার জন্য, এমন কী নও
ছোঁয়ার তুমি !
থাকছ তুমি, থাকবে তুমি, মাথার ওপর
সবকে জুড়ে
কখন ওঠ, কখন জাগো, নও তো তুমি
গোঁফখেঁজুরে।
দিনের বেলায় জাগার গান আর রাত্রে শোনাও
ঘুমপাড়ানি
সেই গানেতেই জাগে, ঘুমোয় তুতুল-রিয়া-
টুম্পারাণী।
যতই তোমায় শূন্য ভাবি, ততই এগোই—
'ধরব নাকি !'
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকেই, চালাও ভাবের
পর্ব নাকি ?



দু'শ জনের লিস্ট করেছ

বায়রন-কীট্স্-কাফ্কা-কামু,
চসার-ডিকেন্স-রুশো—
লেখক দিয়ে লিস্ট করেছ
নাম রেখেছ দু'শ।
সেই লিস্টে স্বমহিমায়
আছেন আর একজনও—
রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ
বিকল্প নেই কোনো।

বেকেট্-জোলা-লুস্থন-হাইন,
মিল্টন্-শ'-গ্যেটে—
দু'শ নামের লিস্ট করেছ
অনেক খেটে, ঘেঁটে।
তার মধ্যে আর একটা নাম
যাবেই যাবে দেখা—
রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ
সোনার জলে লেখা।

সেক্ষপীয়ার-হুগো-হোমার,
জয়েস্-রলাঁ্যা-সার্ত্র—
দু'শ জনের লিস্ট করেছ—
দু'শটা নাম মাত্র।
তার মধ্যে আছেন নাজিম,
আছেন র‍্যাঁবো-মম্ও—
রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ
আরেক মহত্তম।

দান্তে-দুমা-নেরুদা-পো;
শেলী-ভল্তেয়ার
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, বেদব্যাস ও
আছেন বোদ্লেয়ার—
দু'শ জনের লিস্ট করেছ,
মহান দু'শ জড়ো—
তার ভেতরে রবীন্দ্রনাথ
বড়, বড়, বড়!!

আমার পৃথিবী তোরও তো পৃথিবী

আমার পৃথিবী আমাকে বলেছে ভালবাসতে
তোর পৃথিবী কি বলেনি তোকে তা মোটে ?
আমার পৃথিবী আমাকে বলেছে শুধু হাসতে,
এ কথা ফোটেনি তোর পৃথিবীর ঠোঁটে ?
আমার পৃথিবী আমাকে বলেছে খেলা খেলতে
তোর পৃথিবী কি বলেনি তোকে তা আদৌ ?
আমার পৃথিবী বলেছে দুঃখ ঝেড়ে ফেলতে
তোর পৃথিবী কি বলেনি তা আধো আধোও ?
আমার পৃথিবী আমাকে বলেছে, "নেই ভয় রে !"
তোর পৃথিবীও বলেনি কি তোকে "মাভৈঃ" ?
আমার পৃথিবী আমাকে বলেছে "হবে জয় রে।"
তোর পৃথিবীও বলেনি কি, "জিতে যাবই ?"
আমার পৃথিবী তোরও তো পৃথিবী, তবে
তোরও পৃথিবীটা আমারই মতোই হবে।

